কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!
আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd June, 2019

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

June, 2019 Volume-V, Issue-IV 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

আরোগ্যের চাবি মানুষের হাতে তুলে দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর প্রবীণ সদস্য কে. কে. মণ্ডল চেক তুলে দিচ্ছেন সভাপতির হাতে। মঞ্চে রয়েছেন সহ-সভাপতি সারদাপ্রসন্ন মহারাজ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং অন্যান্যরা। প্রেস ক্লাবে সংগঠনের নতুন সি ডি-র উদ্বোধনে শিল্পীবৃন্দ। রক্তদান কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন অন্যান্য সম্পাদক এবং সদস্য সৌমিত্র আচার্য সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সব বাধা অতিক্রম করে 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস' উদ্‌যাপন (৮মে) এর একগুচ্ছ অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ৩মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন দিয়ে শুরু করে ৮মে রক্তদান এবং দুস্থ কর্মসূচীকে সামনে রেখে সন্ধ্যায় শ্যামবাজার মোড়ে সচেতনতা প্রচারকে সামনে রেখে জনসভা করে শেষ হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস-এর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সহযোগী সাথী হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করেছে কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকের মূল আকর্ষণ ছিল সংগঠনের থিম সঙ 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে দাও'-এর সিডির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, থ্যালাসেমিয়াতে আক্রান্ত দুটি পরিবারের অভিভাবকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের দ্বারা পরিচালিত (২০০৬ থেকে ২০১৯-র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত) থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার সালতামামি। ডাঃ কে. কে. ভট্টাচার্যের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা, 'টোসো কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয়ে যন্ত্রের অত্যাধুনিক প্রয়োগ নিয়ে বক্তব্য, প্রেস ক্লাবে আগত ক্লাব-সংগঠনগুলির কর্তাদের সম্বর্ধনা এবং পরিশেষে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও আগামী কর্মসূচী নিয়ে সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। প্রেসক্লাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৌমিত্র সুন্দর। ৩ মে দিনটি ছিল বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য তাঁর বক্তব্যে এই দিনটির গুরুত্ব এবং বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে ঘিরে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে সংগঠনের প্রবীণ সদস্য কে. কে. মণ্ডল সম্পাদকের হাতে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যের জন্য একটি চেক তুলে দেন। এই সম্পূর্ণ কর্মসূচীর রূপায়নের দায়িত্ব সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ বসাক, শৈলেন পাল, রিক্তা বিশ্বাস ও রুবী মণ্ডলের ওপর। এরা সকলেই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ৪ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত শহর এবং শহরতলীর ১৪টি জায়গায় থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা শিবির স্থানীয় মানুষদের সার্বিক সহযোগিতায় সাফল্যলাভ করেছে। প্রতিটি সচেতনতা শিবিরের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা, শরদিন্দু চ্যাটার্জি ও অর্পিতা মণ্ডল এবং শিবির পরিচালনার আনুষাঙ্গিক কাজে সহায়তা করেছেন সংগঠনের সদস্যা রবিতা দাস, মালঞ্চ সাহা, দিলীপ রাহা, সুদীপা কর্মকার, তুষ চ্যাটার্জি, বনিতা মিত্র ও শীলা নন্দী। প্রতিটি শিবিরেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। কথা বলা পুতুলকে (জনি) নিয়ে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজে সাহায্য করেন সংগঠনের সদস্য বিশ্বজিৎ রায় সহ অন্যান্যরা। ৪মে উল্টোডাঙ্গায় ৭৬ পল্লীর শক্তি সংঘ সচেতনতা শিবিরের পরে লেকটাউন স্পেশাল ক্লিনিকের সহযোগিতায় পথসভা, কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লীতে সহজ পাঠের উদ্যোগে পথসভা এবং দিনের শেষ সভাটি হয় বাগুইহাটি শান্তি বাগানে। ৫মে-র জনসচেতনতা সভাগুলি হয়েছে যথাক্রমে

এরপর ৪-এর পাতায়

যক্ষ্মা নির্ণয়ে আধুনিক পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি-যক্ষ্মা নিয়ে অনেক প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী নীমা গুহেন এবং নন্দিতা ব্যানার্জির ২০১৭ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদনটি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১৪ লাখ মানুষ যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যার মধ্যে এইচ আই ভি সহ আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। যক্ষ্মাতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণ, ঔষধি নিরোধক যক্ষ্মা, এক্সট্রা পালমোনারি যক্ষ্মার সঙ্গে ফুসফুসের সংক্রমণ এবং প্রতিরোধহীন যক্ষ্মা। যার মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমিত রোগীও রয়েছেন। উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যক্ষ্মা নির্ণয়ে পদ্ধতিগত ফারাক লক্ষ্য করা যায়। যেমন—উন্নয়নশীল দেশে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যক্ষ্মা নির্ণয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। একটা সুদীর্ঘ সময় ধরে এই পদ্ধতিই মানবসমাজকে সাহায্য করে চলেছে। কিন্তু বিগত কয়েকবছর ধরে যক্ষ্মা নির্ণয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ২০১৫ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য, যক্ষ্মা অভিযান থেকে শুরু করে একেবারে এই রোগকে নির্মূল করার পথেই তারা এগিয়ে চলেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতিসাধন ছাড়াও ইনভিট্রো কালচার এবং কোষভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগের কাজও চলছে। উন্নত অনুবীক্ষণ প্রতিপ্রভ পদ্ধতি (ফ্লুরোসেন্ট) যাতে এল ই ডি প্রযুক্তি ব্যবহার (লাইট এমিটিং ডায়োড) করা হয় বা সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ে যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হয়েছেন এমন উপসর্গ বিশিষ্ট রোগীদের স্পুটাম পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইনভিট্রো কালচার-এ পুরোপুরি যন্ত্রের ব্যবহার যক্ষ্মা নির্ণয় থেকে শুরু করে যক্ষ্মা নিরাময়ের সময়টাকে বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে এই পদ্ধতিতে প্রতিষেধক প্রতিরোধকারী কলসেরও উপস্থিতি এবং চিহ্নিতকরণ করা যাচ্ছে। ঔষধ প্রতিরোধকারীদের কোষ ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ এবং কার্ট্রিজ সম্বলিত নিউক্লিক অ্যাসিডের সম্প্রসারণ পদ্ধতি ভবিষ্যতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে এবং নিরাময়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে চলেছে।

দেওয়াল ভরল রক্তদানের শ্লোগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি-দু'মাস ধরে ভোট যুদ্ধ শেষ হল গত ২৩ মে। রাজ্য জুড়ে এখন রক্তের তীব্র আকাল। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন জরুরী ভিত্তিতে শহর জুড়ে রক্তদানের আহ্বান জানাল এক নতুন পদ্ধতিতে। 'ভোট দিন' লেখা দেওয়াল মুছে ফেলে 'রক্ত দিন' কথাটি লিখে দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ২৫ মে বিকেল ৪-৩০ শ্যামবাজারে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন

করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করে রাজনৈতিক দলগুলো এবং ক্লাব সংগঠনগুলোকে এই রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদানের আহ্বান জানান তিনি। তাঁর কথায় 'ভোট হয়ে গেছে, দেওয়াল মুক্ত কর, রক্তদানের মহিমাকে তুলে ধর'।

এক পলকে দেশ

এন ডি এ ঝড়

নয়াদিল্লি-সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তাদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা ৩০২। এনডিএ জোট মিলে পেয়েছে ৩৫২। দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হিসেবে শপথ নিলেন মোদী। লোকসভায় মোট আসন সংখ্যা ৫৪২।

রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ইউপিএ জোট লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারে নি। ইউপিএ জোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ৮৫।

এন ডি এ ইউ পি এ বাদে অন্যান্যরা এবারের লোকসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৫। একমাত্র ওড়িশায় নবীন পট্টনায়েক ও তাঁর দল আবার জিতেছেন।

মেঘনাদের নজরে

নয়াদিল্লি-মহাকাশে উপগ্রহ 'মেঘনাদ'কে পাঠাল ভারত। উপগ্রহটি কৃষিক্ষেত্র, অরণ্যে নজরদারি এবং বিদ্যুৎটি মোকাবিলার সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করবে ভারত।

আত্মঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র

নয়াদিল্লি- বালাকোটের ঘটনার পরেই ভারতীয় বায়ুসেনার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয় এম আই ১৭ কপ্টার। কপ্টারে দু'জন বায়ুসেনা ও একজন নাগরিক ছিলেন। তদন্ত চলছে।

এক পলকে রাজ্য

পদ্মে ছেয়েছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি ভাল ফল করেছে। অন্যদিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অনেক জেতা আসন হারিয়েছেন। এই রাজ্যে লোকসভার আসনসংখ্যা ৪২।

প্রাপ্ত আসন ২২ প্রাপ্ত আসন ১৮ প্রাপ্ত আসন ০২

এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট কোনও আসন পায়নি এবং তাদের শতকরা ভোটের হার অনেক কমেছে।

রেকর্ড মাধ্যমিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি-মোট ৭০০ নম্বরের মধ্যে এবার মাধ্যমিকে ৬৯৪ পেয়ে মাধ্যমিক সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌগত দাস।

এখানে - ওখানে

আরোগ্যের চাবি মানুষের হাতে

প্রথম পাতার পর

শোভাবাজার 'ইচ্ছে ডানা'-র উদ্যোগে সভা, ধর্মতলা, অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে সভা এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের সামনের সভা হয় সংগঠনের নিজ উদ্যোগে। ৬ মে-র সভাগুলি হয়েছে যথাক্রমে সল্টলেকে বৈশাখীতে, কাঁকুড়গাছিতে মিতালির-র উদ্যোগে বেলেঘাটার আমরা সবাই-র উদ্যোগে। ৭ মে সভাগুলি হয়েছে যথাক্রমে কলেজ স্কোয়ারে, কলেজ স্ট্রিট, বাটা-র সামনে এবং শোভাবাজারে।

৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের দিন প্রখর তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে ১৩ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় তাদের রক্তদান করেছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়ত রক্তদান অনুষ্ঠানে। উল্লেখ্য, এই রক্তদান অনুষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে হকার, গাড়ি চালক, গৃহবধূ, কলেজ পড়ুয়ারা স্বেচ্ছায় তাদের রক্তদান করে যান। প্রত্যেক রক্তদাতাদের হাতে স্ব স্ব রক্তদানের ছবি এবং বিবেকানন্দের একটি প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। এই দিন সন্ধ্যায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সংগঠনের সহ সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজের স্তোত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এবং সাধারণ কিশোর কিশোরীদের নিয়ে একটি স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'আমি প্রধানমন্ত্রী হলে'। এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন অলংকৃত করেন চিত্রশিল্পী শুভেন্দু বিশ্বাস এবং কবি গৌতম ভট্টাচার্য। বিচারকের বিচারে এই প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন মৌ মণ্ডল (থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত)। শুভম সরকার এবং বাপ্পা হালদার (থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত)। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে জীবনদায়ী ঔষধ তুলে দেওয়া হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের ঠিক আগের দিন এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী চামেলি ধর। তবলায় সহযোগিতা করেন সুদীপ অধিকারী। জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শহর জুড়ে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহল্লায় মহল্লায় প্রতিটি ঘরে বছর ভর মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চাবি ফেরি করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে (৮ মে) সামনে রেখে এবছর ৪-৭ মে পর্যন্ত শহর ও শহরতলীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষকে সচেতন করে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ গড়ার কাজে নিযুক্ত করেছে এই সংগঠন। প্রতিটি সচেতনতা শিবিরে থ্যালাসেমিয়া ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। প্রত্যেকটি প্রচার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গায়ক এবং সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক অভীর চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানের জনসংযোগের দায়িত্বে ছিলেন অমল ঘোষ ও শিবশঙ্কর চন্দ্র।

৪ মে প্রচার পর্ব শুরু হয় উল্টোডাঙ্গা ৭৬ পল্লী শক্তি সংঘের অনুষ্ঠান দিয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শক্তি সংঘের সভাপতি রবিলাল ও সদস্য তারাপদ দত্ত, রমেশ মুখার্জি প্রমুখেরা। একইদিনে পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল লেকটাউনে স্পেশ্যাল ক্লিনিকের উদ্যোগে সচেতনা শিবির। ক্লিনিকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অরিজিত দাস সহ অন্যান্যরা। পরবর্তী বেহালা রবীন্দ্রপল্লীতে 'সহজ পাঠ'-এর উদ্যোগে এবং আশীষ ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা শিবির। এরপর সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক রাজীব রায় চৌধুরীর উদ্যোগে বাগুইহাটি শাস্ত্রীবাগানে প্রচার শিবির মানুষের নজর কেড়েছে। ৫ মে ছিল শোভাবাজারে ইচ্ছে ডানা-র উদ্যোগে প্রচার শিবির। এখানে তাপস দাস, বুবাই হালদার, রাজু সাহা ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপরের তিনটি প্রচার শিবির যথাক্রমে ধর্মতলা, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে এবং বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের সামনের অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

৬ মে প্রচার শিবির শুরু হয় সংগঠনের সদস্য রজত ঘোষের ব্যবস্থাপনায় সল্টলেকের বৈশাখী এ এম পি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে। পরবর্তীতে কাঁকুড়গাছির মিতালিতে। এখানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বসাক, আশীষ দাস, ভোলা ঘোষ, স্বপন ঘোষ প্রমুখ। এরপর বেলেঘাটার আমরা সবাই ক্লাবের সচেতনতা শিবির। সংগঠনের পক্ষ থেকে ছিলেন সমীর পাল, মন্টু রক্ষিত ও অন্যান্যরা। কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে এই সচেতনতা শিবিরটি মানুষের মনে দাগ কেটেছে। কফি হাউসের তরফ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অচিন্ত্য লাহা, সোমারানী লাহা, অসীমা কানুনগো সহ অন্যান্যরা। পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠান ছিল কলেজ স্ট্রিট বাটার সামনে তরুণ তীর্থ ক্লাবে এবং শোভাবাজারে। তরুণ তীর্থের পক্ষ থেকে গোপাল সাহা, অর্চনা ধর, প্রবন্ধ রায়, বিভাস সাহা ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এই প্রচার শিবিরে। এই অনুষ্ঠানটি সংগঠনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

আসানসোলে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের দিন উজ্জেনস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন 'হৃদয়াঙ্গন'-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় আসানসোল গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবিরে ওই কলেজের ১২১ জন ছাত্রী বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে থ্যালাসেমিয়া নামক মারণ রোগ রোধের সংগ্রামকে উজ্জীবিত করলেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হৃদয়াঙ্গনের ডাঃ লক্ষ্মী গাঙ্গুলী এবং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সর্দীপ ঘটক সহ অন্যান্যরা। সেরামের পক্ষ থেকে এই শিবিরের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন উমাপদ চ্যাটার্জি।

থ্যালাসেমিয়ার গান
বাঁচতে চাই বাঁচতে দাও

নিজস্ব প্রতিনিধি-'থ্যালাসেমিয়ার গান'। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অভীষ্ট লক্ষ্য দেশকে থ্যালাসেমিয়া নামক মারণ রোগ থেকে মুক্ত করা। এবছর বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদ্‌যাপনের প্রারম্ভে ৩মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে

সংগঠনের 'থিম সং'-এর সিডি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য এবং সিডি-র সকল সংগীত শিল্পীবৃন্দ। 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে দাও'-এই সিডির গানের কথা ও সুর দিয়েছেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অভিষেক কুমার মিত্র। অন্যান্য সংগীত শিল্পীরা হলেন সুমনা নাগ, ঈশানী নাগ, জয়িতা দাস, অভীর চ্যাটার্জি ও কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। উল্লেখ্য শিল্পী অভিষেক কুমার মিত্র এবং তাঁর সহধর্মিনী বনিতা মিত্র-দুজনেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার শিল্পীদের সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হই।

অভিষেক কুমার মিত্র—প্রখ্যাত গায়ক ও সুরকার শ্যামল মিত্রের কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন অভিষেক কুমার মিত্র। পরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন পণ্ডিত দেবীরঞ্জন ব্যানার্জির কাছে। সংগীত শিক্ষাকে সম্বল করে গায়ক ও সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন অভিষেক কুমার মিত্র। দূরদর্শন, এফ এম এছাড়া বহু অডিও সিডিতে সুরারোপ ও কণ্ঠ দিয়েছেন অভিষেক কুমার মিত্র। তাঁর সুরে গান করেছেন বাবুল সুপ্রিয়, জোজো (বম্বে), সৈকত মিত্র, রূপঙ্কর, ইন্দ্রাণী সেন প্রমুখ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি। শিল্পীর সাম্প্রতিক প্রয়াস সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের থিম সং-এর সুরারোপ এবং নিজের কণ্ঠে গান।

সুমনা নাগ—রাজ্য সরকারের সঙ্গীত মেলায় শিল্পী সুমনা নাগ গত ৮ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান করছেন। সুরেলা গলার জন্য তিনি শ্রোতাদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে তাঁর অবাধ বিচরণ। রেডিও ও বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেছেন শিল্পী সুমনা নাগ।

জয়িতা দাস—সংগীতের অন্যতম প্রতিযোগিতা সারেগামাপার (২০০৮) ফাইনালিস্ট জয়িতা দাস। এই পরিচয়টাই জয়িতাকে সংগীতের দুনিয়ায় সাফল্যের মুখ দেখাতে সাহায্য করেছে। সারেগামাপা-র পর থেকে শিল্পীকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি।

ঈশানী নাগ—বাংলা জনপ্রিয় সিরিয়াল 'ইচ্ছে নদী', 'আরশি নগর'-র গানে ঈশানী নাগ তাঁর গায়কীর ছাপ রেখেছেন। এছাড়া গানের সঙ্গেও প্লে ব্যাক করেছেন ঈশানী। এই বাজো জনপ্রিয় শিল্পীদের তালিকায় নাম তুলে ফেলেছেন তিনি। এই মুহূর্তে বাংলা আধুনিক গানের জনপ্রিয় জগতে ঈশানী নাগ একটি পরিচিত নাম।

নাথের বাগানে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নাথের বাগান তরুণ সম্মেলনী ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের সহযোগিতায় গত ৩০ এপ্রিল বি এম ডি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনী ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি সম্পাদক অভয় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

সংযোজিত অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-'বন্দী' পারে দি, প্রখর তাপপ্রবাহকে হেলায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে ৩ থেকে ৮ মে পর্যন্ত সমস্ত কর্মসূচীকে ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। ৮ মে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ছিল মূল আকর্ষণটি। এই অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'আমি প্রধানমন্ত্রী হলে' শীর্ষক বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। দেশের সাধারণ নির্বাচন চলাকালীন বক্তৃতার বিষয়টি ছিল খুবই সময়োপযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোর কিশোরী। প্রতিযোগীরা প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের জন্য কাজ করার পরিকল্পনা উপস্থাপনা করেছেন। তা প্রশংসনীয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন মৌ মণ্ডল। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন শুভম সরকার। তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বাপ্পা হালদার।

ভ্রম সংশোধন

মে মাসের সুমধ্যমা ৫'-এর পাতায় 'অন্তরে মন' প্রবন্ধটির লেখিকা 'রীনা ঘোষাল'-এর পরিবর্তে রীনা ঘোষাল ছাপা হয়েছে এবং 'মানসিক মন' কথাটির জায়গায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

চোখের জলে বিদায় গ্রাম্পির

গ্রাম্পির অনন্য অভিব্যক্তি

অ্যারিজোনা-নিজের "বিরক্তিযুক্ত অভিব্যক্তি"-র জন্য বিখ্যাত অ্যারিজোনার বিড়াল 'গ্রাম্পি'-র মৃত্যু হল সাত বছর বয়সে। বেশ কিছুদিন ধরে সে মূত্রনালীর সংক্রমণে ভুগছিল। টার্ডার সস নামে এই বিড়ালটির ছবি ২০১২ সালে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার বিশেষ অভিব্যক্তির জন্য নিমেষে ভাইরাল হয় ছবিগুলি। তাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার মিম। এরপর ছোট পর্দায় 'স্পেশ্যাল অ্যাপিয়ারেন্স' এর জন্য রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া গ্রাম্পির ডাক আসতে থাকে নানা জায়গা থেকে। তাকে নিয়ে ছবিও বানানো হয়। সানফ্রান্সিসকোর মাদাম তুসো মিউজিয়ামে রয়েছে তার মোম মূর্তি। ইনস্টাগ্রামে প্রায় ২০ লাখ ফলোয়ার ছিল তার।

চিনের কড়াকড়ি

বেজিং—নব্বই জন 'পাকিস্তানি বধূ'-র ভিসা নামঞ্জুর করল পাকিস্তানের চিনা দূতাবাস। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, এবছর ১৪০টি ভিসার আবেদন জমা পড়েছিল। ভিসা পেয়েছেন ৫০ জন। অভিযোগ, সম্প্রতি নকল বিয়ের ফাঁদ পেতে পাকিস্তানি মেয়েদের চিনে পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। একারণেই কড়াকড়ি করেছে চিন।

খাদ্যসংকট

পিয়ংইয়ং-উত্তর কোরিয়ায় খরা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এবছরে দেশে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫৪.৪ মিলিমিটার। গত এক দশকে উত্তর কোরিয়াতে যত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে, এবছর সেই তুলনায় অনেক কম উৎপাদন হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্যসংস্থা জানায়, উত্তর কোরিয়াতে এই বছর এক কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সঙ্কটের শিকার।

মুক্ত ৯০০ শিশু

নাইজেরিয়া-বোকো হারাম জঙ্গি গোষ্ঠীকে দমন করতে গড়ে তোলা হয়েছিল সিভিলিয়ান জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স (সি জে টি এফ)। সরকারপন্থী এই বাহিনীর বিরুদ্ধে শিশুদের কাজে লাগানোর অভিযোগ তোলে ইউনিসেফ। ঘরে বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়ে ৯০০ শিশুকে নিজেদের কবলমুক্ত করেছে সি জে টি এফ। এদের মধ্যে রয়েছে শতাধিক শিশু কন্যা এবং কিশোরী। তারা ১,৭২৭ টি শিশুকে মুক্তি দিয়েছে।

ইরানের হুঁশিয়ারি

তেহরান-ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি স্পষ্ট করে জানালেন। আমেরিকার সঙ্গে এখনই কোন কথা নয়। এখন রুখে দাঁড়ানোটাই হল আসল কাজ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করেছিলেন, 'যুদ্ধ করলে ইরান কিন্তু শেষ।' তিনি ভেবেছিলেন, ইরান নিশ্চয়ই আলোচনায় বসবে।

টেরেসা আর কতদিন?

লন্ডন- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গোড়ায় সময়সীমা ছিল ২৯ মার্চ পর্যন্ত। পরে সময়সীমা বাড়িয়ে ১২ এপ্রিল করা হয়। ১০ এপ্রিল ব্রাসেলসের বৈঠকে টেরেসার আবেদন মেনে ই-ইউ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছে ব্রিটেনকে। এর আগে তিনবার হাউস অফ কমন্সে প্রধানমন্ত্রীর ব্রেক্সিট প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। তবে পরিস্থিতি যা, তাতে প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-র স্বেচ্ছায় বিদায় নেওয়া প্রায় নিশ্চিত।

চাঁদ নিয়ে রহস্যভেদ

বেজিং ও ওয়াশিংটন-চন্দ্র অভিযানে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল চিন। 'চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন 'সাউথ পোল' থেকে তাদের মহাকাশযান 'শাঙ-ই-৪' নতুন অনেক তথ্য পেয়েছে। এই তথ্য থেকে চাঁদ সৃষ্টির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে 'নাসা' জানিয়েছে, চাঁদের মাটিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইজরায়েলি মহাকাশযান বেরেশিটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। চাঁদের আলোকপিঠের উল্টোদিকে অন্ধকার অংশে কি রয়েছে, তা এতকাল অজানা ছিল। শাঙ-ই-৪ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে অবতরণ করে রেকর্ড গড়েছে। এবার গবেষণার মাধ্যমে চাঁদ নিয়ে অনেক রহস্যের সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন চিনের বিখ্যাত গবেষক চুনলাই লি।

শিলালিপি উদ্ধারে

ফ্রান্স-উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের স্থানীয় প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ইতিহাসের খোঁজে তারা এবার ২০০০ ইউরো অর্থমূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই পুরস্কার পেতে হলে পড়তে হবে প্রাচীন শিলালিপি। অতলান্তিক সাগরের পাড়ে ব্রিটানি গ্রামে সম্প্রতি একটি পাথরের খোঁজ মিলেছে। সেই পাথরের গায়ে রয়েছে বেশ কিছু 'রহস্যময়' বর্ণ ও চিহ্ন। অনুমান, পাথরটি প্রায় ২৩০ বছর আগেকার। কিন্তু পাথরের গায়ে বর্ণ ও চিহ্নের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মেধার ভিত্তিতে অভিবাসন

ওয়াশিংটন-আমেরিকার অভিবাসন নীতি পরিবর্তন হচ্ছে। মেধা ও যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে অভিবাসন নীতিতে। আগে পারিবারিক সংযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হত। গ্রিনকার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়াও নতুন করে সাজানো হবে। অভিবাসন নিয়ে নয়া নীতির বিস্তারিত তথ্য ডেমোক্র্যাটদের সামনে রাখা হয়েছে।

জার্মানির সওয়াল

লুক্সেমবার্গ-রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতের জার্মানির রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে লিন্ডনার। তিনি জানান, ভারতের অনুপস্থিতির ফলে ধাক্কা খাচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্রহণযোগ্যতা।

কিলোগ্রাম, সেকেন্ড

কলোরাডো-২১ মে থেকে পাল্টে গেছে কিলোগ্রামের সংজ্ঞা। এবার নিশানা সেকেন্ডে। আগের থেকে অনেক বেশি নিখুঁত করে সেকেন্ডকে মাপতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে সেকেন্ড মাপা হয় সিজিয়াম পরমাণু দিয়ে তৈরি ঘড়িতে। সংজ্ঞা বদলে গেলেও এক কেজিতে আগে যতটুকু জিনিস পাওয়া যেত এখনও তাই-ই পাওয়া যাবে।

পাকাপাকি প্যাট্রিক

ওয়াশিংটন-প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোপে পড়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পদ থেকে গত বছর ইস্তফা দিয়েছিলেন জিম ম্যাটিস। তখন থেকে সেই দায়িত্ব পালন করছিলেন বিমান নির্মাণকারী সংস্থা বোয়িং-এর প্রাক্তন প্যাট্রিক শানাহান। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, পেন্টাগনের শীর্ষ পদে এবার পাকাপাকিভাবে মনোনীত হচ্ছেন প্যাট্রিক শানাহান।

মুক্ত তালিবান

ওয়াশিংটন-১৭ বছর কারাদণ্ডের পর ২৩ মে মুক্তি পেল আমেরিকার তালিবান নামে পরিচিত জন ওয়াকার লিন্ড। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মায়ানমার এয়ারলাইন্সের বিমান ইউ বি ১০৩-এ মান্দালয় বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সামনের চাকা না খোলায় এই বিপত্তি। বিমানচালকের তৎপরতায় বেঁচে গিয়েছে বিমানের সব যাত্রী।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৫৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ ডায়ালিসিস সম্বন্ধে বিশদে জানতে চাই। অরুণ দত্ত, বালিগঞ্জ

উঃ ডায়ালিসিস হল একরকমের প্রক্রিয়া। যার সাহায্যে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ এবং জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিডনির অসুখ থাকলে ডায়ালিসিস করা হয়।

যখন কিডনির অসুখ সাময়িক হয় এবং পরে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস কিছু সময়ের জন্য করা হয়। কিন্তু কিডনির অসুখ যদি স্থায়ী হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়। ডায়ালিসিস অনেকেই হয় এবং এর সম্বন্ধে জানার আগ্রহ অনেকেরই থাকে। এখানে ডায়ালিসিস সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল—

যেসব ক্ষেত্রে সাময়িক ডায়ালিসিস করতে হয়, অর্থাৎ কিডনির অসুখ অস্থায়ী, সেগুলি হল—অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ইনফেকশন, সেপসিস, সর্পদংশনের ফলে কিডনি হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি। আবার দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ যেমন ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসারের জটিলতা থেকে উদ্ভূত কিডনির রোগ, ওষুধ থেকে হওয়া কিডনির অসুখ, কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ফলে হওয়া কিডনির অসুখ (যেমন এস এল ই) প্রভৃতি। কখন ডায়ালিসিস করতে হবে—যখন কিছু উপসর্গ বিশেষভাবে প্রকট হয় যেমন ইউরেমিক সিম্পটমস্। রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি বেশী থাকার জন্য বমি, বমির ভাব, খিদে কমে যাওয়া, চুলকানি প্রভৃতি হয়। হাইপারক্যালেমিয়া হলে যা সাধারণ চিকিৎসায় কাজ করে না, শরীর ফুলে যায়, ওষুধে কাজ হয় না, অ্যাসিডোসিস, যা চিকিৎসায় ঠিক হয় না, রক্তক্ষরণ হলে বা জি এফ আর ১০ মিলি প্রতি মিনিটের কম হলে।

ডায়ালিসিস প্রধানত দুই প্রকার। (১) হিমোডায়ালিসিস, (২) পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস।

(১) হিমোডায়ালিসিস তিনটি প্রধান অংশ। (ক) ডায়ালাইজার এটি একটি ফেন্টার যার মধ্যে দিয়ে রক্ত ও ডায়ালাইসেট উল্টো দিকে প্রবাহিত করা হয়। (খ) ডায়ালাইসেট (গ) ব্লাড ডেলিভারী সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে Extracorporal Circuit এবং Dialisis Access ডায়ালিসিস যন্ত্রে আছে Blood pump, Dialisis Solution, Delivery System এবং Safety Monitor.

Dialisis Access : যেমন-Fistula, Graft অথবা ক্যাথেটার। হাতের শিরার (Chphalic Vein) সঙ্গে ধমনীর সংযোগ ঘটিয়ে A-V fistula তৈরি করা হয়।

বেশির ভাগ End Stage Renal Disease রোগীর ক্ষেত্রেই সপ্তাহে ৯-১২ ঘন্টা ডায়ালিসিস করার দরকার হয়, সাধারণত সপ্তাহে তিনবার। এই প্রক্রিয়ায় হেপারিনযুক্ত রক্ত ডায়ালাইজারের মধ্যে দিয়ে চালিত করা হয় ৩০০-৫০০ মিলিলিটার প্রতি মিনিটে এবং ডায়ালাইসেটকে বিপরীতমুখী চালিত করা হয়। ৫০০-৮০০ প্রতি মিনিট হারে।

হিমোডায়ালিসিসের সমস্যা-রক্তচাপ কমে যাওয়া হল একটি সাধারণত সমস্যা, বিশেষত ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগীদের ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত আল্ট্রা ফিলট্রেশন বা রক্তচাপের ওষুধ বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে এই অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। তখন আলট্রাফিলট্রেশন বন্ধ করে দিতে হবে, স্যালাইন দিতে হবে। কখনও কখনও Arterovenous Fistula বা Graft থাকলে হাই আউটপুট কার্ডিয়াক ফেলিওর হতে পারে। এছাড়াও মাসল ক্র্যাম্পস, Anaphylactoid reactions প্রভৃতি হতে পারে।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস-এই প্রক্রিয়ায় ১.৫-৩ লিটার ডেক্সট্রোজযুক্ত দ্রবণ পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে চালনা করা হয়। এবং সেখানে ২-৪ ঘন্টা রাখা হয় এবং তারপর বার করে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া নানাভাবে করা যায়, CAPD, CCPD অথবা দুটির মিশ্রণ। CAPD তে ডায়ালাইসেট যন্ত্র ছাড়াই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে প্রবেশ করা হয় এবং দিনে তিন থেকে পাঁচবার এক্সচেঞ্জ করা হয়। CAPD-তে অটোমেটেড সাইক্লার সংযোগ করে দেওয়া হয় যা সাধারণত রাতে করা হয় এবং পরপর exchange cycle চলতে থাকে। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা হয় পেরিটোনিয়াল ক্যাথেটারের সাহায্যে।

পেরিটোনাইটিস হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। হিমোডায়ালিসিস পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের বেশি কার্যকরী এবং অন্যদিকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে ইনফেকশনের সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য অনেক জায়গাতেই হিমোডায়ালিসিসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিডনি প্রতিস্থাপন হল কিডনির দীর্ঘস্থায়ী অসুখের আসল চিকিৎসা।

সম্পাদকীয়

আবার মোদী

আবার মোদী। দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে এন ডি এ-র জয়। ২০১৪-র পরিপ্রেক্ষিতে অধিক স্বস্তিদায়ক এই জয়। এই ফলাফল নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। সরকারে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে যে সমস্যাগুলো শাসক জোটকে মোকাবিলা করতে হয়, তার সবকটিকেই হেলায় উড়িয়ে দিয়েছে এন ডি এ। একাধিকবার এই জয়ের ঘটনা প্রমাণ করে, ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতিটা তারা ভাল বুঝতে পেরেছেন। ২০১৪ সালে 'মোদী ঢেউ' সকল বাধাবিপত্তিকে খেড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রশাসক নরেন্দ্র মোদী এবার ভারতীয় জনতা পার্টির বদলে এই জোটকে 'মোদীর জোট' করে তুলতে পেরেছেন। সেকারণেই এবারের জয়ে নরেন্দ্র মোদী ফের আরেকবার নিজেকে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার্থী হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের মানুষ তার শাসন পদ্ধতির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন। ফলস্বরূপ সরকারের সব ব্যর্থতা পেছনে সরে গেছে। পাঁচ বছর পর ফের এই বিশাল জনমত নিয়ে ফিরে আসাটা কঠিন ব্যাপার।

ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনভিত্তিক রণকৌশলের মূল মন্ত্রটা ছিল জাতীয় সুরক্ষার মোদী সরকারের অবদান। অন্যদিকে বিরোধীরা জোর দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক সংকট, রাফাল, কৃষকবিদ্রোহ ইত্যাদিতে। দলিত ও জনজাতির বিক্ষোভ একেক সময় বিস্ফোরণের আকার ধারণ করেছিল। ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে এসব সমস্যা মানুষের মনে সেভাবে দাগ কাটেনি। বরং ভোটারদের কাছে "বালাকোট" বিষয়টা ছিল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। একারণেই বালাকোটকে সামনে রেখে বারবার কৌশলে ভোটপ্রচার চলেছে। পাশাপাশি বিরোধীরা একটি বিশ্বাসযোগ্য জোট গঠনে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া জনপ্রিয়তার নিরীখে মোদীর সমান কোনও নেতা-নেত্রীকে বিরোধীরা তুলে আনতে পারেন নি। এবারের ভোটের ফল বলছে, রাহুল গান্ধী এখনও পর্যন্ত সকলের মাঝে গ্রহণযোগ্য নেতা হয়ে উঠতে পারেননি। এছাড়া বিরোধীপক্ষের ভেতরেই ছিল নানাবিধ সমস্যা।

এই নির্বাচনের ফলাফল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে, এমন আশঙ্কা স্বাভাবিক। সংখ্যাগুরুদের দাপট নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, জাতীয় ঐক্যের বিপর্যয় ঘটতে পারে। নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন, তাঁকে কিছু করে দেখানোর একটা সুযোগ দিয়েছেন দেশবাসী। একারণেই হয়ত একটু সুফল পাওয়া যাবে। আরও বেশি শক্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর এই আবির্ভাব দেশের সমাজে হয়তো নতুন পরিবর্তন আনবে। ভিন্ন পথে চলবে। কিন্তু দেশের জনগণ যে দায়িত্ব শাসকদলের ওপর পুনরায় ন্যস্ত করেছে আগামী পাঁচ বছরে তা পূরণ করতে বিজয়ী দল কতটা সক্রিয় হবে, সেদিকেই নজর রাখবে দেশবাসী।

অদ্বৈতপথ

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য

বৈরাগ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবার অধিকার এ সংসারে অতি বিরল, তাই দ্বৈতজগতের প্রতিকূলে অদ্বৈতসিদ্ধি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদান্ত-পথিক অদ্বৈতজগতের প্রতিকূলে অদ্বৈতসিদ্ধি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদান্ত-পথিক অদ্বৈতবাদিগণও ইহা জানেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিলে তবে অদ্বৈত জ্ঞান-সিদ্ধি হইবে। নতুবা অদ্বৈতবাদে সমস্তই যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। 'সর্ব্বত্রাদ্বৈতমন্বিচ্ছেদ্বাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' গুরুশিষ্য সম্বন্ধে ইহা দ্বৈতবাদেরই কথা। অদ্বৈত পথে যাইতে হইলেও আমাকে যেমন প্রথমত এই দ্বৈতপথেই মস্তক অবনত করিয়া যাত্রা করিতে হইবে, নতুবা যেরূপ গুরু ব্যতিরেকে কখনও সিদ্ধি সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রও অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—যদি ঐ অদ্বৈত পথের আশা থাকে তবে এই দ্বৈত জগতের মধ্যে দিয়াই যাত্রা করিতে হইবে, দ্বৈত-জগৎ উল্লঙ্ঘনের জন্য উল্লম্ফন দিও না। পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে শীঘ্র উঠিতে হইবে ইহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া আকাশে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যাঁহারা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, পরিণামে ধরা তলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদেরই অস্থিসন্ধি চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া গিয়াছে।

ক্রিস্তিরিশ নিয়াসে—যারা দানবদের সঙ্গে লড়াই করে। তাদের এটি নিশ্চিত করা দরকার যে তারা নিজেরাই যেন দানবে পরিণত না হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—প্রতারণা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, বিদ্যার কোনও ফল নাই ; কারণ, ধূর্ত ও চালাক না হইলে, যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিও, বিদ্বান বলিয়া, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

জর্জ বার্নার্ড শ—নির্বাচন এক নৈতিক আতঙ্ক, যুদ্ধের মতোই খারাপ, শুধু অত রক্তপাত হয় না, যারাই এর সঙ্গে জড়িত, প্রত্যেকের গায়েই কাদা লাগে।

মাসতামামি

১ জুন — প্রথম কলকাতা সফরে এলেন হো চি মিন ১৯৪৬।
নয়া পয়সাকে পয়সায় রূপান্তর করা হল ১৯৬৪।

২ জুন — মানিকতলা বোমা মামলায় গ্রেপ্তার করা হল অরবিন্দকে ১৯০৮।
ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করলেন মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭।
তেলেঙ্গানা নামে পৃথক রাজ্য গঠন ২০১৪।

৩ জুন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নাইট হুড উপাধি দিল ব্রিটিশ সরকার ১৯১৫।
ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস-এর নাম পরিবর্তন করে হল অল ইন্ডিয়া রেডিও ১৯৩৬।

৪ জুন — স্বতন্ত্র পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন সি রাজাগোপালাচারী ১৯৫৯।

৫ জুন — বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

৬ জুন — দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাময়িক সরকার গঠন ১৯৬৯।

৭ জুন — কেরী প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরামপুর কলেজ ১৮১৯।
কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩।

৮ জুন — ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালু ১৯৪৮।
হাবিব তনবীর-এর প্রয়াণ ২০০৯।

৯ জুন — বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি ১৯৩৪।
দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৪।

১০ জুন — তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অবলুপ্তি ১৯৪৩।
সম্রাট অটোমান-এর বিরুদ্ধে আরবে বিদ্রোহ শুরু ১৯১৬।

১১ জুন — সমুদ্রে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৪২।

১২ জুন — নেলসন ম্যান্ডেলা ও তাঁর সাত সঙ্গীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ ১৯৬৪।

১৩ জুন — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান 'পাইওনীয়ার ১০' প্রথম—কক্ষপথে প্রবেশ করল ১৯৮৩।

১৪ জুন — চে গুয়েভারাকে হত্যা ১৯৬৭।
'আঙ্কেল টমাস কেবিন'-এর লেখক হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ের জন্ম ১৮১১।

১৫ জুন — সিংহাসন থেকে অপসারিত উইলহেলমের ১৯২৯।
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চালু হল ১৯০৮।
নাৎসিবাহিনীর হাতে প্যারিসের পতন ১৯৪১।

১৬ জুন — মহাকাশে গেলেন প্রথম মহিলা নভশ্চর ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা ১৯৬৩।
গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০।

১৭ জুন — ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস ১৯৭২।
যুদ্ধে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু ১৮৫৮।

১৮ জুন — জর্জ ডিমিট্রভের জন্ম ১৮৮২।
মহারাণা প্রতাপ এবং সম্রাট আকবরের সঙ্গে হলদিঘাটের যুদ্ধ শুরু ১৫৭৬।
গোয়াতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু ১৯৪৬।

১৯ জুন — প্রথম কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু ১৯৯৯।
রজনী পাম দত্তের জন্ম ১৮৯৬।

২০ জুন — ফরাসী বিপ্লব শুরু ১৭৮৯।
ব্রিটিশদের কাছে গোয়ালিয়রের দুর্গ সমর্পণ ১৮৫৮।
ভারতে ওয়াই এম সি-এ প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬।

২১ জুন — জিন পল সাত্রে-র জন্ম ১৯০৫।
ভারতের গভর্নর হলেন রাজাগোপালাচারী ১৯৪৮।

২২ জুন — ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯৪০।
সম্রাটের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ন ১৮১৫।

২৩ জুন — পলাশীর যুদ্ধ শেষ, ব্রিটিশ শাসন জারি হল ১৭৫৭।
বঙ্গীয় শব্দকোষের লেখক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৭।

২৪ জুন — জার্মান ভাষায় প্রথম কম্যুনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশ ১৮৭২।
সংযুক্ত হল ভিয়েতনাম ১৯৭৬।
মস্কোর রেড স্কোয়ারে স্টালিনের নেতৃত্বে বিজয় প্যারেড ১৯৪৫।

২৫ জুন — ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি ১৯৭৫।
কোরিয়ার যুদ্ধ ১৯৫০।
মোজাম্বিকের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ১৯৭৫।
ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়ার স্বাধীনতা ১৯৯১।

২৬ জুন — সানফ্রান্সিসকোর সম্মেলনে ইউ এন ও-র সনদ গৃহীত হল ১৯৪৫।
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮।

২৭ জুন — হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০।
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করল সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৪।

২৮ জুন — পঞ্চশীলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৫৪।

২৯ জুন — প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের জন্ম ১৮৯৩।
বাংলা, বিহার ও আসামের নবাব পদ থেকে মীরজাফরকে অপসারণ ১৭৫৭।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪।

৩০ জুন — সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৫।
সতীশ পাকড়াশির প্রয়াণ ১৯৭৩।

যা দেখি, যা বুঝি, তাই লিখি। (প্রাণ কাঁদে)

কালিদাস চক্রবর্তী

প্রবন্ধের শিরোনামটা অদ্ভুত ঠেকছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একপ্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধী, আমার স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি হারিয়েছি অন্তত ১৫ বছর আগে। সুতরাং আমাকে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ Hearing-aid ব্যবহার করে কাজ চালাতে হয়। তাও ভিড়ের মধ্যে পরিষ্কার শুনতে পাই না। আর বাড়িতে অধিকাংশ সময়ই যন্ত্র ব্যবহার করি না। বাড়ির দোতলার বারান্দার নিচেই রাস্তা—বড়জোর ৮/১০ ফুট চওড়া গলি। ভোর থেকে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত রিকশা, অটো, ঠেলাগাড়ি ছাড়াও সাধারণ নর-নারী, ছাত্র-ছাত্রী, হরেক-রকম কিসিমের লোক এই গলি ব্যবহার করে।

আমি প্রতিদিন বার বার এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পরিচিত-অপরিচিত বহু নরনারীর যাওয়া আসা বছরের পর বছর দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। যার ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও অনেকের হাঁটাচলা পিছন থেকে ২০/৩০ গজ দূর থেকে দেখে বলে দিতে পারি-কে যাচ্ছে বা আসছে। প্রত্যেকের হাঁটার বৈশিষ্ট্য আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কানে Hearing aid থাকে না বলে লোকেদের কথা বার্তা বুঝতে পারি না। অনুমান করি—তাই শিরোনামে লিখেছি—'যা বুঝি।'

প্রতিদিন সকাল বেলা কিছুক্ষণ সংবাদপত্র পড়ার পরে ৭.৩০ মি থেকে ৭.৪৫ মিনিটের মধ্যে বাজারে যাই। আমার কাজ হল ফুল, ফল, মিষ্টি আনা। এছাড়া আমার পছন্দ মত কোন সবজি কিনি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাজারের মধ্যে রাস্তার ধারে একটি যুবক ভিক্ষার জন্য হাত পাতে—তার দুখানা পা-ই হাঁটু থেকে বিচ্ছিন্ন। দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। ওকে প্রতিদিন ২ টাকা বা ৫ টাকার কয়েন দিই, নমস্কার করে—আমিও প্রতি নমস্কার করি। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সামান্য জামা গায়ে বসে থাকে। আমার খুব কষ্ট হয়। কতদিন ভেবেছি আমার তো অনেক জামা-কাপড়, গরমের পোষাক আছে, ওকে একটা দেব । দেওয়া আর হয় না।

যদি বেঁচে থাকি, সামনের বছর ঠিক দেব। আসলে মনে হয়, ও যদি কিছু মনে করে। আমি যে ছেলেটার কাছ থেকে ফুল কিনি, সে প্রতিদিন আমার জন্য ফুল গুছিয়ে রাখে, পাছে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়। শীতকালেও শুধু একটা পুরু ফুলহাতা গেঞ্জি পরে সমানে ফুল বিক্রি করে চলেছে। একদিন একটু বেলার দিকে দ্বিতীয়বার বাজার যাওয়ার পথে ওকে একা পেলাম। বললাম, বাবা, তুমি শীতে কষ্ট পাও, আমারও কষ্ট হয়। আমার অনেক জামা আছে, পরাও হয় না। তোমাকে যদি একটা দিই, তুমি নেবে?' ও বলল, মাস্টারমশাই, আপনি ভালোবেসে দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই নেব।

আমাদের বাজারে দুটো মিষ্টির দোকান আছে। তার মধ্যে যেটা নিকটতর, সেটা থেকেই বেশির ভাগ সময় মিষ্টি কিনি। ঐ দোকানটায় যাওয়ার পথে মোড়ের কাছে একপ্রান্তে বসে থাকতে দেখি ৩৫/৩৬ বছরের এক যুবককে ও তার পাশে এক বয়স্কা মহিলাকে। ছিন্ন বসন, মলিন বদন—সামনে একটা কাগজের উপর দুটো বা তিনটে পাকা পেঁপে, কখনও কখনও ছোট্ট টবে ২/১ টা ফুলের চারা—কদাচিৎ বিক্রি হতে দেখি। মনে মনে ভেবে কষ্ট পাই, ওরা ওগুলি বিক্রি করে কতই বা পায়। কী করে ওদের সংসার চলে কে জানে।

বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি-দুপুরের দিকে একের পর এক ফেরিওয়ালা যায়। কেউ ইমিটেশন গয়না ফেরি করে। কেউ বা কাঁচের চুড়ি-খুব কম লোককে কিনতে দেখি। ওদের জন্য কষ্ট হয়। আবার সব ঋতুতে বিশেষতঃ শীতকালে, দেখি প্রতিদিন বিহারি মুসলমান ধুনুরি ওয়ালারা টং টং শব্দ করতে করতে সাইকেলে করে তুলোর বস্তা ও টিকেন নিয়ে ১টা-১-৩০ টার সময় আমাদের গলি দিয়ে যায়। ওরা আমাকে চেনে। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যবসা কেমন চলছে? বলেছিল, বাবা, বাজার খুব খারাপ। এখন দোকানে দোকানে রেডিমেড লেপ, তোষক, বালিশ লোকে বেশি কেনে। আমাদের দোকান ভাড়াও যোগাড় করা কঠিন হয়। শুনে বড় কষ্ট হল। কখনও কখনও দেখি সামান্য কয়েকটা ললিপপ নিয়ে শীর্ণ চেহারায় এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যায়। ঐ কটা সামগ্রী বিক্রি করে কতই বা লাভ থাকে, কি করে বা সংসার চালায়। আমি শুধু দেখি, আর কষ্ট পাই।

এদের জন্য প্রাণ কাঁদে, কিন্তু কিছুই করতে পারি না। মাঝে মাঝে আলাপচারিতার মাঝে স্ত্রীকে বলি ঐ সব হতভাগ্যের কথা। তখন নিজেদের অভাব অভিযোগ ম্লান হয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় বাবার মুখ থেকে শোনা একটা গল্পের কথা। এক দরিদ্র ব্যক্তির পায়ের জুতো কেনার ক্ষমতা ছিল না। তার খুব দুঃখ হত মনে মনে। একদিন সে দেখল, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে, তাঁর একখানা পা নেই। তখন সে মনে মনে ভাবল, আমি ভাগ্যবান, আমার দুখানা পা-ই আছে—না থাকল জুতো, কিন্তু ঐ লোকটার তো একটা পা-ই নেই। ওঁর কষ্ট আমার থেকে বেশি।

একদিন বাজারে প্রবেশ করবার সময় আমার নজরে এল, একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি ছেলে। সামনে একটা চটের উপর কয়েকটা কাঁচকলা, কয়েকটা গাজর, কিছু কাঁচালঙ্কা—আমাকে দেখে আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল। ছেলেটি আমার খুব পরিচিত, ভদ্রঘরের সন্তান, পিতৃ মাতৃহীন পরের সংসারে গলগ্রহ হয়ে আছে। হয়ত বাড়ি থেকেই বলেছে, রোজগার করে খাও। ওর জন্যও কষ্ট হয়। আর একটি পরিচিত ছেলেকেও দেখি। এক সময়ে কত প্রাণোজ্জ্বল ছিল। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশুনাও করেছে। মাঝে মাঝে স্থানীয় পুরসভার কিছু অস্থায়ী কাজও করেছে। তারপর কয়েকবছর ধরে বেকার, চক্ষু কোটর গত, গায়ের ফর্সা রং মলিন হয়েছে, মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যায় বিড় বিড় করতে করতে, আমার ছেলের সাথেই পড়ত। ওকে দেখেও আমার প্রাণ কাঁদে। এ রকম বহু প্রতিভা সুযোগের অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে।

বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধকতাজনিত কারণে আমার যাতায়াতের গন্ডি সীমাবদ্ধ বাড়ি থেকে বাজার পর্যন্ত। তাই আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা শেষ করব। একটা ছেলেকে দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি। তার নিকটজন কেউ আছে বলে মনে হয় না। শীর্ণ, ঝুঁকে পড়া শরীর। ১০/১২ বছর ধরে দেখে আসছি বাজারের সব্জি বিক্রেতাদের পণ্য গুছিয়ে দেওয়া, পরিষ্কার করে দেওয়া, চা এনে দেওয়া এ সব কাজ করে। হয়ত তারা ২/১ টাকা করে দেয়। কোথায় থাকে, কী খায় জানি না। সারাজীবন এভাবেই কাটাবে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এদের কষ্ট তুমি দূর কর। মনে মনে বলি

অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।।

আগামী সরকারের কাছে কৃষকের দুরাবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠতে পারে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এপ্রিল মাসেই লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে। প্রত্যেকবারের মতই বিভিন্ন ক্ষেত্র ভোটের প্রচারে সামনের সারিতে আসে। সেখানে কৃষকের অবস্থা, বেকারত্ব, শিল্প ক্ষেত্র, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ শান্তি সব কিছুই আলোচনার বিষয় হয়। অনেকসময় মুদ্রাস্ফীতি সহ আর্থিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ হয়। ভোটের আলোচনায় এইবারের লোকসভা ভোটে কৃষি সঙ্কট কিন্তু বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

নরেন্দ্রমোদী তথা NDA ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু সাফল্যও এসেছে। কিন্তু বড় বড় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অসাফল্যও প্রকট। এর মধ্যে সর্বাগ্রে গ্রামীণ অর্থনীতির করুণ হাল এবং কৃষকের অবস্থা। গত কয়েকমাস আগে এক সঙ্গে ৫টি রাজ্যে ভোটের ফলাফলে BJP-র খারাপ ফলের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা কৃষকের অসন্তোষকে মুখ্য কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এখন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট কেমন?

মোদিজীর প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় থেকেই অর্থাৎ ২০১৪ সাল থেকে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরা চলে। এইভাবে ২ বছর চলার পর ২০১৬ থেকে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হলে সমস্যা পাল্টে যায়। অতি ফলন হয় বেশ কিছু পণ্যের। ফলে কৃষিপণ্যের দাম একেবারে কমে যায়। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় দেশের বড় অংশে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বহু ক্ষেত্রেই কোন সুরাহা দেয়নি। বহুক্ষেত্রে ফসলের দাম MSP-র অনেক নীচেই বিক্রি হতে থাকে বিভিন্ন বাজারে। সরকার MSP তে ফসল কেনার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি বা খুব কম কৃষকই সেই দামে পণ্য বিক্রি করে কিছুটা লাভের মুখ দেখেছে।

আরও এক সমস্যা হল গ্রামাঞ্চলে মজুরি না বাড়া। অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি কমেই গেছে। এতে কেবল গ্রামাঞ্চলের মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক শিল্পও। কারণ বহু শিল্প তাদের গ্রামীণ বাজার হারিয়েছে কৃষকের আয় অপর্যাপ্ত না বাড়ায়। মোদিজীর আর এক প্রতিশ্রুতি ছিল, ২০১৫-১৬ ভিত্তি বর্ষ ধরে ২০২১ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা। এই রকম এক পরিকল্পনা যে প্রায় অসম্ভব, তা অনেক অর্থনীতিবিদ্ আগেই বলেছিলেন। উপরন্তু, দেখা যাচ্ছে ২০১৮-র শেষ পর্যন্ত কৃষকের আয় সামান্যই বেড়েছে। এর ফলে ভারতে কৃষকের বিক্ষোভ বেড়েছে। এখন যদি গ্রামের অর্থনীতি ধসে পড়ে তবে ভোটে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, এতে কোন সন্দেহ থাকে না। এটা আরো ভয়ের কারণ যেহেতু ভারতে এখনও গ্রামের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য অন্তর্বর্তী-কালীন বাজেটের ঘোষণার মাধ্যমে

কৃষি পরিবারের প্রত্যেকে (গরীব পরিবার হতে হবে) বাৎসরিক চার হাজার টাকার অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এতে বিশেষ কিছু ফল না ও হতে পারে কারণ প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা একেবারেই কম। বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস অবশ্য কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করেছে। এটা অবশ্যই কোন স্থায়ী সমাধান নয় বরঞ্চ কৃষিঋণ মেটানোর ক্ষমতাই অনেক রাজ্যসরকারের নেই। কৃষি উন্নতির জন্য তাই পরের নির্বাচিত সরকারকে অনেক বেশি দায়িত্ববান হতে হবে।

এছাড়া বেশ কিছু পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ক্ষতি এনেছে। তার মধ্যে হল নোটবন্দি এবং GST। নোট বন্দির প্রভাব অনেকের মতে এখন আর নেই। কিন্তু মোটেও তা নয়। এর প্রভাব সরকারি হিসেবে সামনে আসে না। জাতীয় আয় পরিমাপে স্পষ্ট ধরা ও পড়েনি। কারণ এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আন-অর্গানাইজড (unorganized sector) সেক্টর। এই অংশে ভারতের প্রায় ৯০% মানুষ আছেন। তাই তাদের আর্থিক ক্ষতি না বিচার করলে মোট ক্ষয়-ক্ষতি বিচার করা সম্ভব নয়।

এছাড়া পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) কেবল লাভ করার ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাই নয়। এর নীতি নির্ধারণেই বিরাট ফাঁক আছে। অনেক অর্থনীতিবিদ্ এই কারণে এই GST-কে পাল্টানোর কথা বলছেন। এই GST বহু মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলেছে।

এরপর আছে অন্য এক বিরাট ব্যর্থতা। তা হল চাকুরির সুযোগ ঠিক মত বাড়াতে না পারা। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে এই সরকার যতটা ব্যর্থ, সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে কোন সরকারই এত ব্যর্থ হয়নি।

অন্যদিকে-গুন্ডাদের মার শেষ রাত্রে-ঘরে নিয়ে দেশপ্রেমের জিগির ও খুব ভাল ফল দেবে বলে ভাবছেন-না অনেকেই। বরঞ্চ এই পাকবিরোধী আবহাওয়া খুব দ্রবীভূত না হলেও অন্য অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। ব্যাপক দুর্নীতির প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা, এরচেয়েও বড় দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কৃষিবীমার ক্ষেত্রে। কৃষি বীমাকে বেসরকারি অর্থাৎ আম্বানীদের হাতে দেওয়ায় দেশে ক্ষোভ বাড়ছে।

কিন্তু এত কিছুতেও কিন্তু অনেকে ভাবছেন ভারতে কোন দলের একক ক্ষমতায় না থাকাই ভাল। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে মিলিজুলি সরকার দেশের উন্নতির পক্ষে ভাল। একক দলের শাসন অত ভাল কাজ করে না। ভারতের আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সমীক্ষা করে ভোটে মিলিজুলি সরকার আসার প্রবণতাই দেখাচ্ছে। এটা সঠিক হলে বোধ হয় স্বস্তি আসবে। অন্ততঃ মন্দের ভাল।

দফা নিয়ে রফা নয়

পারিজাত বোস

দফা বাড়লে শান্তি, কমলে অশান্তি-এ তত্ত্বটার আবিষ্কারকের নাম জানা নেই। তবে এটার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, সেটা পরিষ্কার। আসলে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বহু হিসাব কাজটা নির্বিঘ্নে সেরে ফেলতেই দফা বাড়াতেই হয়।

ছুটির দিন রবিবার। পড়ন্ত বিকেলে ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের বিরতির সময় দিল্লি থেকে ভারতের নির্বাচন আয়োগ ঘোষণা করে দেশের সাধারণ নির্বাচনের দফা পর্ব। ব্যস্ সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের কাছে চলে গেল সেই নির্ঘণ্ট। কিছু কিছু বিশেষ বিষয় নিয়ে ট্রেনে, বাসে, আবার আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এই নির্ঘণ্টের সঙ্গে যদি আসন নিয়ে কিছু ধ্যান ধারণা দেওয়া থাকত, তবে লোকমুখে চর্চাটা চড়চড় করে বেড়ে যেত। এখন আপাতত চলছে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ আর টীকা-টিপ্পনী। আসন সংখ্যা নিয়ে পাটীগণিতিক হিসেব নিকেশ শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পর থেকে।

এবার আসা যাক ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে। শুরুতেই বলা প্রয়োজন সারা বিশ্বের কাছে ভারতের নির্বাচন একটি পরিপূর্ণ বিষয় এবং ইতিহাসও বটে। এবারের নির্বাচনে দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ৯০ কোটি। বিশ্বে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে ৯০ কোটি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যদিও চিনের লোকসংখ্যা ভারতের থেকে বেশি কিন্তু সেখানে ভোটার বিষয়টি ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণটা সকলেরই অজানা নয়। চিনে 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' বিষয়টি বেশ হাস্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যাপারটি অনুভব করা যায় প্রতি পলে পলে। অবশ্য সেখানে ভোটার সংখ্যা আমাদের তিন ভাগের থেকেও কম।

ভোটারের সংখ্যা বাদ দিলেও গণতন্ত্রের অন্য কতগুলো বিষয় রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে এবং আরও কয়েকটি দেশের স্থান সবার ওপরে। এই রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা অনেক কম, রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেশ উন্নত। খাবার ও কাজের জন্য সেখানে হাহাকার নেই। ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ এখানে গণতন্ত্রের পবিত্রতা ধরে রাখা বেশ কঠিন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতবর্ষে রুটিন মাফিক নির্বাচন হয়ে আসছে। এর মধ্যে থেকেই বোঝা যায়, দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা সাধু প্রচেষ্টা সবসময় সক্রিয় রয়েছে। নির্বাচনে যদি দেখা যায়, দেশের সর্বত্র গড় ভোটদানের সংখ্যা ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে তবে বুঝতে হবে ভোটব্যাঙ্কে ভোট পড়েছে ৬৩ কোটিরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৭০ কোটির কাছাকাছি। দেশে মোট বুথের সংখ্যা হচ্ছে ১০ লাখ। এই বিশাল কর্মকাণ্ড চলবে প্রায় দু'মাস ধরে। প্রচুর সরকারি কর্মীর অংশগ্রহণ এবং বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবার এপ্রিলের ১১ থেকে ভোট শুরু হয়ে সাত দফায় ভোট শেষ হবে ১৯ মে। ভোটগণনা ২৩ মে।

ভোটে এই দফার মধ্যেও বেশ কারিগরি রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ রাজ্যেই ভোট একদিনে। মোট ১৮ টি রাজ্যে ভোট হচ্ছে একদিনে। সেখানে দফার কোনও গল্প নেই। চারটি রাজ্যে ভোট দু'দফায়। আসাম ও ছত্তিশগড়ে ভোট তিন দফায়। অবশ্য এই দুটি রাজ্যে কিছু অশান্তি রয়েছে। ফলে এখানে দফার সংখ্যাটা বেশি। ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার ভোট চার দফায়। জম্মু কাশ্মীরে পাঁচ দফায় ভোট করার পেছনে অবশ্য যুক্তি রয়েছে। কিন্তু অশান্তি ও শান্তির নিরীখে যদি দফা বাড়ে অথবা কমে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা খাটছে না। এখানে ভোট সাত দফায়। এখানে মোট ৪২টি আসনকে দু'মাস সময় নিয়ে ভাগ করার দুশ্চিন্তা দেখিয়েছে নির্বাচন আয়োগ। ২০১৯-এর ভোট বাদ দিলে এর আগে ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালে এখানে ভোট হয়েছে যথাক্রমে ১, ৩ ও ৫ দফায়। শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী কৌশল করে বললে ভুল হবে। নির্বাচন কমিশন কৌশলের দিক থেকে কম যায় না। অবশ্য তাদের লক্ষ্য সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা।

এবার আসল প্রশ্নটায় আসি। অনেক ভাগ করে একেকটিভাগে বা দফায় অল্প আসনে ভোট হলেই কি শান্তির গ্যারান্টি থাকবে। অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। বহু দফার ভোটে বহু অশান্তির ঘটনা কিন্তু অনেক রয়েছে। অল্প আসনে ভোটে বেশি সংখ্যক কেন্দ্রিয় বাহিনী দিয়ে নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনা করার একটা যুক্তি অবশ্য নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। বহু দফার ভোটের নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়দিকই রয়েছে। বহুদফার ভোটে পেশী শক্তির সুবিধা বেশি। এক জায়গায় অশান্তি সম্পন্ন করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য সময় পেয়ে যান। ফলে বহু দফায় গণ্ডগোল বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বাহুবলীদেরও রমরমা। অনেক গণ্ডগোলের অঙ্কুর নিতে পারেন। এসব নির্বাচনভিত্তিক গণ্ডগোল পুরোপুরি বন্ধ করাটা সম্ভব নয়। একমাত্র রাজ্যবাসীর উন্নত চেতনাই পারে গণ্ডগোলের উৎসমুখে আঘাত হেনে অঙ্কুরেই তা বিনাশ করে দেওয়া। দলগত সংহতি, ঐক্য, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, অধিক সাংগঠনিক শক্তি যেসব রাজনৈতিক দলের রয়েছে, তারাই বহু দফার ভোটের টেম্পোটাকে এক সুর, তাল ও লয়ে ধরে রাখতে পারবে তা না হলেই দফারফা।

কবিতা

বর্ষাধারা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

বর্ষা রাণীর বাদল সাজ
নীল পাহাড়ে মেঘের কাজ,
কালো চুলের সাদায় মেশা
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নেশা।

বাদল ধারার স্বরলিপি
গান বানালো চুপিচুপি
রোজ রয়ে যায় মনের মাঝে
বিষণ্ণ সুর সকাল সাঁঝে।

ভিজল মাটি জলধারায়
সোঁদা ঘ্রাণে মন যে হারায়,
ধরায় আজ শ্যামল বেশ
মন বৃষ্টির হয় না শেষ।।

ঝগড়া

অনির্বাণ কর

একটু-আধটু ঝগড়া করতে ভালই লাগে।
ঝগড়াঝাটি ভালবাসারই একটা অঙ্গ
ঝগড়া করব বললেই কি মনের মতো ঝগড়া করার সঙ্গী
জোটে।
জন্ম থেকে অনেক দিনের অপেক্ষাতে তোমায় পাওয়া।
ছল-ই বা কম মিষ্টি কথা নরম সুরে
ঝগড়া করেই একটা জীবন থাকব দু'জন।

বিশ্ব নারী দিবস

কেশবকান্তি বিশ্বাস

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথায় নেইকো আমরা—নারী
মাঠে ময়দানে কিংবা মহাকাশে ঊর্ধ্বে মহাকাশচারী।
দেশ রাজ্য প্রশাসন, যেথায় রয়েছে চালকের আসন
যেমন করছে পুরুষেরা তেমনই করছে নারীরা শাসন।
আমরা সবেতেই আছি, আমরা সব কিছুতেই পারি
মায়ের জাত নারী কত কাজ করতে হয় ভারী।
শুরু, সকাল থেকে সন্ধ্যে করছ পরিশ্রম ঘরে বাইরে
দশ মাস দশ দিন, গর্ভে যেমন সন্তান করতে হয় ধারণ
তুমি হলে মাতৃদুগ্ধ সহ তেমনই যত্নে করে যে লালন ;
নারী পুরুষের সম অধিকারের ছিল দাবি, হয়েছে পূরণ
তাই তো ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস হয় পালন।
হয়নিকো সেভাবে নারী জাতির উত্তোলন।
প্রতিনিয়ত চলছে বিক্ষোভ চলছে আন্দোলন
প্রতি ঘণ্টায় নিগৃহীত হয় একজন
পুরুষ শাসিত এই ভারতভুবন
প্রশ্ন যদি করি তোমায় ওহে বিশ্বভুবন
পারবে কি বলতে, তোমার তরে কতজন?
সৃষ্টিকর্তা জন্মলগ্নে হয়ত ভাবেনি তখন
পুরুষেরা রমনীদের করবে শাসন এমন!
তাই বলে ভেবোনা পিছিয়ে আছে নারীরা
সমাজে সমান টক্কর দিচ্ছে আজিকে যারা।
একদিন থাকবে না নারীপুরুষের ভেদাভেদ, ঘুচবে যত বৈষম্য
সকলের সম-অধিকার, বলি! হোক আগামীদিনে সকলের
এটাই কাম্য।

ভেদাভেদের মাঝে.... বেঁচে থাকার চেষ্টা

রজত বোস

বন্ধু—
হোক না সে গভীর অন্ধকার
ক্ষতি কি তাতে
আমরা যে আলোর পূজারী।
একবারও কি ভেবে দেখেছি
অন্ধকারকে উপলব্ধি
করতে না পারলে
আলোর মহিমা বুঝবো কিভাবে
কখনো কি ভেবে দেখেছি
রাজপথের একপাশে
ফুটপাতের আস্তানায়
মানুষরূপ কয়েকটি জীব
মাথা গোঁজার ঠাঁই করে
নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে।
তথাকথিত শিক্ষিত উদ্ধত
সমাজের থেকে নিজেদের লুকিয়ে,
হ্যাঁ, তারাও সারাদিনের কর্মব্যস্ততার
অবসরে
গগনচুম্বি অট্টালিকার গাড়ীর দিকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে
আর ভাবে না জানি মানুষগুলো
দেখতে কেমন
তখন তারাও সীমাহীন আনন্দ
উপলব্ধি করে, কারণ অত সুন্দর
ঝকঝকে আলোর ঝলকানী
কখনও দেখেনি।
তারা যে শুধু অন্ধকারটাকেই বাঁচার
তাগিদে
আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকছে
তাই বলি বন্ধু, এর শেষ একদিন
আসবেই
আর সেদিনই মানুষ দেখবে
নতুন সূর্যের আলোর ছটায় উদ্ভাসিত
ঝলমলে এক নতুন সকাল
যেখানে ধানক্ষেতে শস্য
যেন হাসছে মাথা দুলিয়ে
কৃষকের খুশিতে বন্ধু গান গেয়ে ধান
কাটছে।
জেলেরা দলবেঁধে মাছ ধরার
জাল বুনতে ব্যস্ত
নতুনভাবে জীবনের স্বাদ পাবার আশায়
পেয়েছে খুঁজে আসল জীবনের রং
সেটা কিন্তু ভাষায় সহজে প্রকাশ করা
যায় না।

স্টেডিয়াম

মহারাজের প্রত্যাবর্তন

আই পি এল-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি।

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রায় ছ'বছর পর আই পি এল-এর কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। এবার ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ান পৃথ্বী শ-দের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন প্রাক্তন ভারত 'অধিনায়ক'। প্রায় এক মাস আগেই এই প্রস্তাব পান তিনি। কিন্তু তখন সম্মতি দেন নি। কারণ ভারতীয় বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি, আই পি এল গভর্নিং কাউন্সিল এবং আই পি এল টেকনিক্যাল কাউন্সিল এবং আই পি এল টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এখন তিনি এইসব পদ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং।

শততম এটিপি

দুবাই-জীবনের শততম এ টি পি খেতাব জিতলেন রজার ফেডেরার। দুবাই ডিউটি ফ্রি টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্তেফানোস চিচিপাসকে হারিয়েছেন সুইস তারকা। ১৮ বছর আগে ফেডেরার চ্যালেঞ্জারের বাইরে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জেতেন। সেখান থেকে শুরু করে দুবাইয়ে একশনম্বর ট্রফি।

মোদীর আবেদন

নয়াদিল্লি-বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের কাছে আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য টুইটারে আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাল্টা টুইট করে অশ্বিন জানিয়েছেন এখন আই পি এল চলছে। আই পি এল-এর জন্য খেলোয়াড়দের বিভিন্ন জায়গায় খেলতে হচ্ছে। ফলে খেলোয়াড়রা যখন যেখানে থাকবে, সেখান থেকেই যেন ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন।

যুব বিশ্বকাপ ভারতে

নয়াদিল্লি-২০২০ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ ছেলেদের বিশ্বকাপ আয়োজন করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই পুরস্কার। মায়ামিতে অনুষ্ঠিত ফিফা কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই খবর ভারতে পৌঁছানোর পর সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের টুইট। 'এটা অত্যন্ত খুশীর খবর। ভারতে আবার একটা বিশ্বকাপ হচ্ছে। বড় রকমের খেলার আয়োজন করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। আগামীদিনে তা আন্তর্জাতিক মানের খেলা পরিচালনায় কাজে লাগবে।'

অভিনন্দনকে উৎসর্গ

বুলগেরিয়া (রুসে)-বুলগেরিয়ায় দান কোলভ পেত্রভ কুস্তি প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন বজরং পুনিয়া। তিনি হারিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্ডান অলিভারকে। সোনা জেতার পরেই বজরং ঘোষণা করেছেন, তিনি এই পদকটি উৎসর্গ করছেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে। তাঁর সাহস, দৃঢ়তা বজরংকে অনুপ্রাণিত করেছে। সোনা জয়ীর ইচ্ছে দেশে ফিরে অভিনন্দনের সঙ্গে হাত মেলানোর। কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছিলেন বজরং।

বিদায় এশীয় কুস্তি

নয়াদিল্লি-এবার জুনিয়র এশীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল ভারতে। আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা ভারতের হাত থেকে সেই দায়িত্ব কেড়ে নিল। ঘটনার শুরু পুলওয়ামা কাণ্ড থেকে। ভিসা না পাওয়াতে দিল্লিতে আসতে পারেন নি পাক প্রতিযোগীরা। এই ঘটনার পরে আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা ভারত থেকে প্রতিযোগিতা তুলে থাইল্যান্ডে নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা ভারতে হবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়।

বেঙ্গালুরু জিতল

আই এস এল কাপ হাতে বেঙ্গালুরুর খেলোয়াড়রা।

পানজিম-গতবছর লিগের শীর্ষে থেকেই আই এস এল জিততে পারেনি বেঙ্গালুরু। এবার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল। ফাইনালে গোয়ার সঙ্গে টানটান উত্তেজনার ম্যাচের ১১৭ মিনিটে রাহুল ভেকের গোলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে প্রথমবার আই এস এল জিতল বেঙ্গালুরু এফ সি। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনও গোল হয়নি। অতিরিক্ত সময় শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে দিমাস দেলগাদোর কর্নার থেকে হেড দিয়ে বল প্রতিপক্ষ গোলের জালে ঢুকিয়ে দেন রাহুল। এদিন দু'দলই প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে। গত চারবছর ধরে আই এস এল-এর ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি গোয়া। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলদাতা হলেন গোয়ার কোরোমিনাস। বেঙ্গালুরুর সুনীল ছেত্রী এবারের ফাইনালে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেননি।

দাবায় সূর্য উদয়

কাজাখস্তান-বিশ্ব দলগত দাবায় প্রায় ১০ বছর পর সোনা জিতলেন ভারতের সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়। কাজাখস্তানের এই প্রতিযোগিতায় সামান্য ভুলের জন্য ভারত দলগতভাবে পদক জিততে পারেনি। ভারতীয় দলে ছিলেন বি অধিবান, কৃষ্ণন শশীকিরণ, এস পি সেতুরামন, সূর্য এবং অরবিন্দ চিদাম্বরম। সামনে বুন্দেশলিগা দাবা। এই আন্তর্জাতিক দাবার আসরে ভারতের দাবাড়ুরা এবার চমক দেবার অপেক্ষায় রয়েছে। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বুন্দেশলিগা দাবাতে খেলতে আসবেন। তাদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়তে হবে সূর্যকেও।

প্রয়াত নান্টু

কারাবাস-বাংলার সাড়া জাগানো টেবিল টেনিস খেলোয়াড় রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬৭) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নান্টু নামেই তিনি বাংলার টেবিল টেনিস মহলে বিশেষ পরিচিত। বাংলার টিটি মহল তাঁকে 'যোদ্ধা' হিসাবে জানত। তিনি প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রুপা মুখোপাধ্যায়ের ভাই। তাঁর মৃত্যুতে টিটি মহলে শোকের ছায়া।

রিয়াল বস জিদান

জিনেদিন জিদান

স্পেন-সান্তিয়াগো সোলারির জায়গায় রিয়াল মাদ্রিদের সর্বময় কর্তৃত্বে ফিরলেন জিনেদিন জিদান। জিদানকে ফেরানোর ঘোষণা করে রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ জানান, 'বিশ্বসেরা ম্যানেজার ক্লাবে ফিরলেন।' টানা তিনবার রিয়ালকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়ে পদত্যাগ করেন জিদান। এরপরেই রিয়ালের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এখন জিদানের বড় কাজ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিকল্প খুঁজে বার করা।

প্রয়াত কুটিন হো

ব্রাজিল-১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের ফুটবলার কুটিনহোর জীবনাবসান হয়েছে ১১ মার্চ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত পেলে বলেছেন, 'আমার মোট গোলের ৫০ শতাংশের পেছনে ছিল ওর অবদান'।

তমলুকের নবীন পল্লীশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উদ্যোক্তাদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

শ্যামবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে রক্তদান উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

শিবাজী ক্লাব এবং অল মাইটি ক্রেতাস-এর বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

অমলশিক্ষানিকেতন বিদ্যামন্দিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছেন ছাত্রছাত্রীরা। নিজস্ব চিত্র

বসন্ত উৎসবে সৃষ্টি সুখের প্রয়াস। নিজস্ব চিত্র

খামিসায় কেলতলা যুবকবৃন্দের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

বরাহনগর বই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে 'নারীশক্তি' বিকাশে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রয়াস। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রত্না রায় ৫) রঞ্জন ঘোষ ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) সুখদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) চৈতক মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সরকার ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিকাশ সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিপ্রী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিত্র ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালক সাহা ৩২) টীরা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) প্রিয়জিৎ ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪২) শুভাশিস সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) মিশি রায় ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা কর ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) নবিতা দাস ৫৫) আলোলেখা বিশ্বাস ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুন্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্ত ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) সুখদেব শর্মা ৬৬) দেবাশিস হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহমেদ ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৭১) সত্যজিৎ বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তন্ময় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অভিজিৎ শীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কমল কুমার মণ্ডল ৮৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ৮৪) শুভীর চক্রবর্তী ৮৫) কৃতান্ত মণ্ডল।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,